Visit Our Website : natunchithi.co.in

# নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১১ মে, ২০২১

৪৪ বর্ষ ১৯ সংখ্যা ১০ মে, ২০২১, সোমবার, ২৬ বৈশাখ, ১৪২৮

## অকালে প্রয়াত সকলের প্রিয় বিপ্লব

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ৬ মে :** সদা হাস্যময় অত্যন্ত মেধাবী বাম-মনস্ক দক্ষ প্রযুক্তিবিদ বিপ্লব তা (৪৮) করোনা আক্রান্ত হয়ে ৬ মে অকালে প্রয়াত হলেন। বিজ্ঞান আন্দোলনের এই কর্মী 'গণশক্তি' প্রকাশনার আধুনিকীকরণের কাজে নিজ দক্ষতার প্রমাণ রাখেন। বিপ্লব 'নতুন চিঠি'-র প্রকৌশল পরামর্শদাতা ছিলেন। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতা সকলকে আপ্লুত করত। তিন প্রজন্মের কমিউনিস্ট কর্মী বিপ্লব-এর মৃত্যুতে গোটা নতুন চিঠি পরিবার শোকাহত। তাঁর স্ত্রী ও দুই কন্যা বর্তমান।

## চলে গেলেন ইতিহাসবিদ নীরদবরণ সরকার

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ৭ মে :** বর্ধমানের স্থানীয় ইতিহাসচর্চায় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব নীরদবরণ সরকার ৭ মে বিকেল পৌনে পাঁচটা নাগাদ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিজ বাসভবনে প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪। তিনি বাণীপীঠ স্কুলের বিশিষ্ট শিক্ষক ও রাঢ় বাংলার গবেষক ছিলেন। এক ডজনের বেশি গ্রন্থের রচয়িতা নীরদবাবুর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ বর্ধমানের বুধমণ্ডলী। তাঁর প্রয়াণে 'নতুন চিঠি'-র পক্ষ থেকে শোকজ্ঞাপন করা হয়েছে। বর্ধমানে রাজ পরিবারের ইতিহাস বিষয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি পাঠকমহলে বিশেষ সমাদৃত হয়েছে।

## বাদলচন্দ্র দাস প্রয়াত

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ৪ মে :** রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির, অবিভক্ত বর্ধমান জেলার প্রাক্তন সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গ গ্রুপ ডি সরকারি কর্মচারি সমিতির প্রাক্তন সভাপতি বাদলচন্দ্র দাস এদিন বিকাল ৩টা ৪০ মিনিটে প্রয়াত হন। তিনি দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

## বিভাসরঞ্জন দাস প্রয়াত

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ৯ মে :** ৬৩ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন বর্ধমানের সংস্কৃতি জগতের এক পরিচিতি মুখ বিভাসরঞ্জন দাস। পুতুল নাচ, অঙ্কন ইত্যাদি বহু শিল্পক্ষেত্রে তিনি তাঁর প্রতিভার সাক্ষর রেখেছেন। তিনি বর্ধমান চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনে তিনি ছিলেন এক সম্মুখসৈনিক। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছে বর্ধমান চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্র ও নতুন চিঠি।

## পূর্ব বর্ধমানের কিশোরী বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার স্থান পেল বিশ্বমঞ্চে

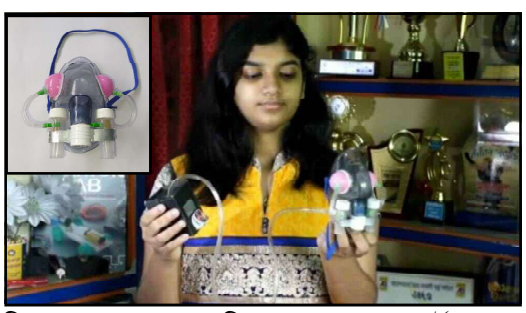

**নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৭ মে :** 'গুগল আর্টস অ্যাণ্ড কালচার' নামের ভার্চুয়াল মিউজিয়াম বিশ্বে খুবই পরিচিত। ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই মিউজিয়ামে প্রবেশ করলে দেখা মিলবে ভারতের গর্ব দিগন্তিকা বোস উদ্ভাবিত ভাইরাস ডিটারেন্ট মাস্ক ২০২০। তার উদ্ভাবিত মাস্কটি গুগল এর মিউজিয়ামে উপস্থাপনে সহযোগিতা করেছে মিউজিয়াম অফ ডিজাইন এক্সেলেন্সের যাদুঘর মুম্বাই। এই ধুলোমুক্ত এবং ভাইরাস-নিরোধক মাস্কটির উদ্ভাবক ভারতের সতের বছর বয়সী কন্যা দিগন্তিকা। বিদ্যালয়ের জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ করে ভাইরাস ধ্বংস নিশ্চিত করতে, একটি সাবান-জল মিশ্রণ দুটি রাসায়নিক ফিল্টারে যুক্ত করা হয়েছে যা গৃহীত বাতাসকে বিশুদ্ধ করে। এই ভাবে সমগ্র উদ্ভাবন টির বর্ণনা দিয়েছে গুগল। সমগ্র দেশের সঙ্গে মেমারির এই মেয়ের কৃতিত্বে গর্বিত বর্ধমান জেলাবাসী।

# জেলাজুড়ে শাসকদলের তাণ্ডব : প্রশাসনের কাছে ডেপুটেশন

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৫ মে :** বিধানসভা ভোটের ফলাফল প্রকাশিত হবার পর রাজনৈতিক হিংসা ও রক্তক্ষয় হয়েই চলেছে। ইতিমধ্যে জেলায় হিংসার বলি হয়েছেন ৭জন। এর মধ্যে জামালপুরে পার্টির এক মহিলা কর্মী কাকলী ক্ষেত্রপাল নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন। মঙ্গলকোট বিধানসভার সিপিআই(এম) প্রার্থী ও প্রাক্তন বিধায়ক সাজাহান চৌধুরীর বাড়ি ভাঙচুর করা হয়। ফল ঘোষণার সময় জয় নিশ্চিত হবার পর থেকেই তৃণমূলের দুষ্কৃতী বাহিনী বিজয়োল্লাসের নামে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বর্ধমান শহর, জামালপুর, রায়না, কেতুগ্রাম, বর্ধমান সদর, মেমারি, মন্তেশ্বর সহ কম-বেশি সর্বত্রই মারণ খেলায় উন্মত্তের মতো নেমে পড়ে। সিপিআই(এম)-এর বহু কর্মীর বাড়ি, দোকান ব্যাপকভাবে ভাঙচুর করা হয়েছে। এই সবক্ষেত্রেই তৎক্ষণাৎ পুলিশ প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। জেলায় বিভিন্ন প্রান্তে সিপিআই(এম)'র পার্টি অফিস, গণসংগঠনের অফিস ভাঙচুর হয়েছে।

অবিলম্বে ভোট পরবর্তী হিংসা, রক্তক্ষয় বন্ধের দাবি জানিয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলাশাসকের কাছে কোভিডবিধি মেনে প্রতিনিধিত্বমূলক স্মারকলিপি দিয়েছে সিপিআই(এম)। বুধবার জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম) জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক, জেলার বামফ্রন্টের আহ্বায়ক অমল হালদার, পার্টি নেতা তাপস সরকার ও আব্দুল মালেক।

প্রশাসন যাতে দ্রুত শান্তি, সম্প্রীতি ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে ডেপুটেশনে সেই দাবি করা হয়েছে।

## ১৬০তম রবীন্দ্রজন্মবার্ষিকী পালিত

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ৯ মে :** অতিমারীর কঠিন সময়ে বড় জমায়েত নিষিদ্ধ। কিন্তু নিজের বহুমুখী প্রতিভা দিয়ে বাঙলা সংস্কৃতিকে যিনি হিমালয়সম উচ্চতায় তুলে ধরেছেন সেই রবীন্দ্রনাথকে তাঁর জন্মদিনে স্মরণ করবে না বাঙালি, এ তো হতেই পারে না। তাই সমারোহহীন কিন্তু যথোচিত মর্যাদায় ৯ মে জেলা জুড়ে পালিত হল রবীন্দ্রজয়ন্তী। কবির ১৬১ তম জন্মদিনে শহরের মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় বোরহাট রবীন্দ্রভবনে। রবীন্দ্রমূর্তিতে মাল্যদান করেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস। কোভিড বিধি মেনে কবিতা গানের মধ্য দিয়ে কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়।

এছাড়াও প্রতি বছরের মতো এদিন সকালে রাজবাটী উত্তর ফটকের পাশের রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পীসঙ্ঘের তরফে মাল্যদান করা হয়।

### কোভিড সতর্কতা

**কোভিড-১৯-এর দ্বিতীয় ঢেউয়ের ছোবলে বেসামাল দেশ তথা রাজ্য। অক্সিজেন ও ওষুধের হাহাকার দেশ জুড়ে। সকলে সতর্ক থাকুন।**

২০৪তম জন্মদিবসে বর্ধমান সদর-১ এরিয়া দপ্তরে মহান চিন্তাবিদ মার্কস-এর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান।

## সদর হাসপাতালে কোভিড চিকিৎসার বেহাল দশা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৮ এপ্রিল :** বর্ধমান হাসপাতালের কোভিড রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবার গাফিলতি নিয়ে গুরুতর অভিযোগ উঠল। রোগীর পরিজনরা সুপারের কাছে অভিযোগে জানিয়েছেন স্যালাইন, অক্সিজেন পাচ্ছেন না রোগীরা। বাড়ির লোকেরা রোগীদের খাবার ও জল ইত্যাদি পরিষেবা দিতে হচ্ছেন। একই বেডে দুজনকে রাখছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। আত্মীয়দেরকে রোগীদের যত্ন নিতে বলায় সংক্রমণের আশঙ্কা উত্তরোত্তর বাড়ছে। এমনকি রোগীর খবর নিতে গিয়ে হেনস্থার শিকার হচ্ছেন রোগীর স্বজনরা। হাসপাতালের ডেপুটি সুপার ডাঃ কুণালকান্তি দে জানান, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে পরিষেবা উন্নতির জন্য সবরকম চেষ্টা করা হবে।

## বোরো ধান জলের তলায়

**নিজস্ব সংবাদদাতা, ৯ এপ্রিল, বর্ধমান :** এ যেন পাকা ধানে মই। পরপর কয়েকদিন কালবৈশাখী ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে বোরোচাষিরা ব্যাপক ক্ষতির মুখে। কিছু জায়গায় ধান তোলার কাজ চলছিল আবার কোথাও পাকা ধান কাটার মুখে। কিন্তু কয়েকদিন ব্যাপী কালবৈশাখীর ঝড় ও ব্যাপক বৃষ্টিতে সবটাই এখন জলের তলায়। কালনার প্রতিনিধি জানাচ্ছেন, ক্যানেলে জল না পাওয়ায় সাবমার্শিবল-এর জলে এবার কিছুটা চাষ হয়। বেশিরভাগ চাষিই ভাগচাষি। তাঁদের এবার মাথায় হাত। যতই ক্ষতির মুখে পড়ুন না কেন জমির মালিকদের পাওনা, জলের দাম সবই মেটাতে হবে। রাজ্যের ক্ষতিপূরণের টাকা পাবে জমির মালিকরা যাদের হাতে জমির কাগজ। এখানেই ভাগচাষিরা বিপাকে। ঋণের ফাঁদ থেকে বেরোনোর রাস্তা নেই তাঁদের।

# নতুন চিঠি

১০ মে, ২০২১


## নির্বাচনী ফল : অশনি সংকেত?

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ২৯২ আসনের ঘোষিত ফল অনুযায়ী তৃণমূল ২১৩, বিজেপি ৭৭, সংযুক্তমোর্চা ও অন্যান্য ১টি করে আসনে জয়লাভ করেছে। সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ১৪৮ আসনের অনেক বেশি পেয়ে প্রত্যাশিতভাবেই তৃণমূল কংগ্রেস তৃতীয়বারের জন্য পশ্চিমবঙ্গে সরকার পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছে। ইতিমধ্যেই শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। নানা কারণে এবারের নির্বাচনী ফল বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

এই ফলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বিজেপি নামক একটি উগ্র ফ্যাসিবাদী শক্তির পরাজয়। এ-রাজ্যের ক্ষমতা দখলের জন্য মরিয়া বিজেপি সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়েছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি-সচেতন নাগরিক তাদের স্বপ্নপূরণ হতে দেয়নি। ২০১৯ সালে লোকসভা ভোটের নিরিখে বিজেপি প্রায় ১২৬ কেন্দ্রে এগিয়ে ছিল। সেটা অনেকটাই তৃণমূলের বিরুদ্ধে মানুষের রায় ছিল। কিন্তু মানুষ নিজের অভিজ্ঞতায় বুঝেছেন স্বৈরাচারী ও দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূলের চেয়ে ঘৃণার কারবারি বিজেপি অনেক বেশি ভয়ঙ্কর শক্তি। ভোট ভাগ হয়ে বিজেপি যাতে সুবিধাজনক জায়গায় যেতে না পারে তাই এবার বেশিরভাগ মানুষ তৃণমূলের ওপরেই ভরসা করেছেন। ক্ষমতায় যেই আসুক, বিজেপি যে পরাজিত হয়েছে এটাই নির্বাচনী ফলের ইতিবাচক দিক।

হারের নিরিখে যদি দেখা হয়, এই নির্বাচনে সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের। স্বাধীনতার পর এই প্রথম বাম-কংগ্রেসহীন হল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা। ২০১৬ সালে বাম-কংগ্রেস দুর্বল হলেও ৭৬টি আসন পেয়েছিল। এবার নবগঠিত আই.এস.এফ-কে নিয়ে 'সংযুক্ত মোর্চা' গঠন করেও এই দুটি সর্বভারতীয় দল একটিও আসন পায়নি। মানুষ সবসময়ই সবল শক্তিকে বেছে নেয়, ভাবে সে নিরাপত্তা দিতে সক্ষম। ২০১৯ সালে লোকসভা ভোটে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিজেপিকে আর ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটে বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূলকে বিপুল মানুষের সমর্থন থেকে সেই ইঙ্গিতই মেলে। বিজেপি ৭৭টি আসন পেলেও তাদের আগেরবারের তিনটি আসনের একটি খুইয়েছে। একইভাবে তৃণমূল আশাতীত নির্বাচনী সাফল্য পেলেও আগের বিধানসভায় তাদের জেতা আসনের মাত্র ১৬০টি ধরে রাখতে পেরেছে। রাজ্যবাসী সরকারি কাজে সন্তুষ্ট হলে এ বাজারে এমনটি হবার কথা নয়। তবে তৃণমূল দলের সবচেয়ে লজ্জাজনক হার সম্ভবত নন্দীগ্রামে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর পরাজয়। তিনি শুধু প্রশাসনিক প্রধান নন, দলের সর্বেশ্বরী—প্রতিটি কেন্দ্রে তিনিই প্রার্থী, এ বার্তা দিয়ে তিনি নির্বাচনী প্রচার করেছেন। তাছাড়া নন্দীগ্রাম আন্দোলন করে তিনি ২০১১ সালে ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন। তাই তাঁর পরাজয় যে একটা স্পষ্ট বার্তা তা অস্বীকার করা উচিত নয়।

প্রবল মেরুকরণের হাওয়ায় একজন বাদে সংযুক্ত মোর্চার অন্য প্রার্থীরা জেতেনি, এটা উদ্বেগের। কিন্তু এটাও লক্ষ্যণীয় যে মোর্চার অর্জিত ভোট ৯.৫ শতাংশ। বিভিন্ন আসনে বিশেষ করে নবীনরা যেখানে প্রার্থী ২০১৯-এর তুলনায় বাম তথা মোর্চার ভোট কিছুটা হলেও বেড়েছে। কিন্তু এ নিয়ে আত্মসন্তুষ্ট হবার কারণ নেই। বরং মোর্চা কেন মানুষের আস্থার যোগ্য হতে পারল না সে বিশ্লেষণ করা দরকার। বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে দুটি উদ্বেগের তথ্য হল, মহিলা বিধায়কের সংখ্যা এবারে বেশ কম (১৩ শতাংশ) আর ধনী বিধায়কের সংখ্যা বেশ বেশি। তবে সবচেয়ে বেশি উদ্বেগের কারণ হল, বিজেপি ৩ থেকে ৭৭ হয়েছে। সর্বোচ্চ আসন সংগ্রহকারী তৃণমূল কংগ্রেস যেখানে ২,৮৬,৪৫,৯১৭ (৪৮ শতাংশ) ভোট পেয়েছে, ৭৭ আসন পেয়েও বিজেপি ভোট পেয়েছে ২,২৭,৯৮,৪১১ (৩৭ শতাংশ)। অর্থাৎ ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে বিজেপি। যদি জয়ের ব্যবধানকে বিবেচনায় আনা হয়, তাহলে দেখা যাবে ৩৬টি সিটে ৫০০০-এর কম ব্যবধানে প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন (সর্বনিম্ন ব্যবধান মাত্র ৫৭ ভোট)। তাই ধাক্কা খেলেও, দ্বিতীয় রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে এ রাজ্যে বিজেপির উত্থান রাজ্যের পক্ষে আদৌ মঙ্গলের নয়। বিজয়োল্লাসে না মত্ত হয়ে কীভাবে সমস্ত গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে এক মঞ্চে এনে বিজেপির মতো ভয়ঙ্কর শক্তিকে প্রতিহত করা যায়, সে ভাবনা এখনই শুরু করে দিতে হবে সব রাজনৈতিক দলকে।

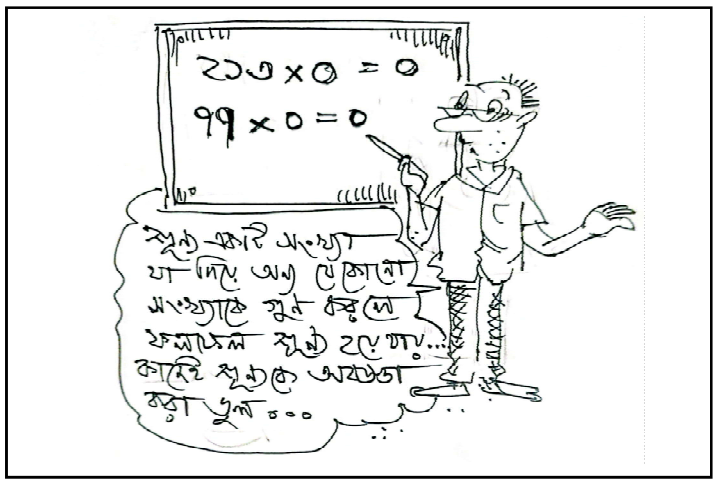


# রবীন্দ্র-বীক্ষণে সমাজ পরিবর্তনের ধারা

**জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য**

ক্ষুদ্রতর গণ্ডি থেকে বৃহত্তর গণ্ডিতে পা ফেলে এগিয়ে যাওয়াই রবীন্দ্রজীবনের গতিসূত্র। এই প্রক্রিয়ায় তিনি শুধু বিশ্বকবিই হয়ে ওঠেননি, বিশ্বব্যাপী বাস্তব অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ তাঁর অসাধারণ মনীষা ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণী ক্ষমতার বলে তিনি আপাত-র অন্তরালবর্তী অনেক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক নিগূঢ় সত্য ও তার গতিশীলতাকে উন্মোচিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

তিনি স্পষ্ট উচ্চারণে বলেছেন, ''এককালে মানুষ যা নিয়ে কাজ চালিয়েছে চিরদিন তাই নিয়ে চলবে, মানুষের ইতিহাস এমন কথা লেখে না।'' (র.র. ১৩/৪৩৪-৩৫) কর্মিকরাই তাদের কর্মশক্তির সাহায্যে সভ্যতার ভিত্তি রচনা করেছে। হাতের সঙ্গে হাতিয়ারকে মিলিয়ে সে তার কর্মক্ষমতাকে ক্রমশ প্রসারিত করেছে। (র.র.১৩/৪১৭) অরণ্যচারী মানুষ ব্যক্তিগত খাদ্যসন্ধানের স্তর পেরিয়ে কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত করার ফলে বহু লোকের অন্ন হয়ে ওঠে বহু লোকের সমবেত উৎপাদন। ''অন্নসাধনার ক্ষেত্রে কৃষিই মানুষকে ব্যক্তিগত খণ্ডতার থেকে বৃহহৎ সম্মিলিত সমাজের ঐক্যে উত্তীর্ণ করতে পেরেছিল।'' (র.র. ১৩/৪২৪) কৃষির উদ্বৃত্ত থেকে নগর গড়ে ওঠে এবং গ্রামের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। গ্রামগুলি ছিল প্রাণের ক্ষেত্র, আর নগরগুলি গড়ে ওঠে দেশের শক্তির ক্ষেত্র হিসাবে। সেখানে সহযোগিতা নয়, প্রতিযোগিতাই মুখ্য। (র.র. ১৩/৪২৯)

ধনবাদী ব্যবস্থার উদ্ভব ও তার শোষণের অর্থনৈতিক চরিত্রটিও রবীন্দ্রদৃষ্টিতে সঠিকভাবেই ধরা পড়েছে। তাঁর কথায়, মূলধন মানেই হচ্ছে বহু লোকের কর্মশ্রম টাকার মধ্যে রূপক মূর্তি নিয়ে আছে। বহুলোকের 'কর্মশক্তি'কে নিজের হাতে সংগ্রহ করে নিতে পেরেছে বলেই ধনবানের প্রভাব। একেই ইংরেজিতে বলে এক্সপ্লইটেশন, অর্থাৎ শোষণনীতি। 'কর্মশক্তি' শব্দটির প্রয়োগ এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কেননা মূলধনের মধ্যে যে শ্রমের পুঞ্জীভবন ঘটে তা শ্রমিকের নির্দিষ্ট পরিমাণ কিছু শ্রম শোষণ করে সম্ভব নয়, তার পূর্ণ শ্রমশক্তির যৎপরোনাস্তি শোষণের মাধ্যমেই সম্ভব। (র.র. ১৩/৪৩৩) শ্রম ও শ্রমশক্তি তথা 'কর্মশক্তি'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথের এই পৃথকীকরণ মার্কসীয় বিশ্লেষণকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। পণ্য-উৎপাদন (commodity production) প্রক্রিয়ায় কারখানার মালিক যে শুধু শ্রমিকের শ্রম (labour) নয়, তার শ্রমশক্তি (labour power) শোষণ করে এবং তজ্জাত উদ্বৃত্ত মূল্য (surplus value) দিয়ে মূলধন (capital) সৃষ্টি করে সে-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি এখানে স্পষ্ট।

তাঁর মতে, যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ তার কর্মশক্তিকে বাড়ায়, ধন উৎপাদনের জন্য তাই বিজ্ঞান তথা যন্ত্রের সাহায্য নিতেই হবে। কিন্তু ''শক্তির উপায় ও উপকরণগুলিকে যখন বিশেষ একজন বা একদল মানুষ কোনো সুযোগে নিজের হাতে নেয়, তখনই বাকী লোকদের মুশকিল ঘটে। ন্যূনাংশিক বৃহদাংশিককে শোষণ করে বড়ো হতে চায়; তাতে ক্ষুদ্রবৈশিষ্ট্যের স্ফীতি ঘটে, বৃহৎ সাধারণের পোষণ ঘটে না। এতে করে অসামাজিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বেড়ে উঠতে থাকে।'' (র.র. ১৩/৪২৯) এরই ফল 'ধন ও দৈন্যের দ্বন্দ্ব' (র.র. ১৩/৪২০), 'কর্মিক ও ধনিকে বিরোধ'। (র.র. ১৩/৪৩১)

ভারতীয় জাতব্যবস্থার অন্তর্নিহিত শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে তিনি বলেন, ''শক্তির ধারাটা এখন ক্ষত্রিয়কে ছাড়িয়া বৈশ্যের কূলে বহিতেছে। মানুষকে লইয়া তাহারা আপনার ব্যবসায়ের যন্ত্র বানাইতেছে। মানুষের পেটের জ্বালাই তাহাদের কলের স্টীম উৎপন্ন করে। ...এখন বৈশ্য মহাজনদের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ যান্ত্রিক। কর্মপ্রণালী নামক প্রকাণ্ড একটি যাঁতা মানুষের আর সমস্ত গুড়া করিয়া দিয়া কেবল মজুরটুকু মাত্র বাকি রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। ...শ্রমজীবী মানুষের দল যতই গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে ততই তাহাদিগকে ক্ষুধার অন্ন না দিয়া ঘুম পাড়াইবার গান গাওয়া হইতেছে; তাহাদিগকে অল্প-সল্প এটা-ওটা দিয়া কোনমতে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা।'' (র.র ১৩/২২৫)

রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট অভিমত ঃ ''ধনের ধর্মই অসাম্য। ...ধন জিনিসটাকে পাঁচজনের কাছ হইতে শোষণ করিয়া লইয়া পাঁচজনের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা না করিলে সে টেকে না। এইজন্য ধনকামী নিজের গরজে দারিদ্র্য সৃষ্টি করিয়া থাকে।'' (র.র ১৩/২২৫) সভ্যতার এই শোষণজীবী চরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি অত্যন্ত স্পষ্ট :

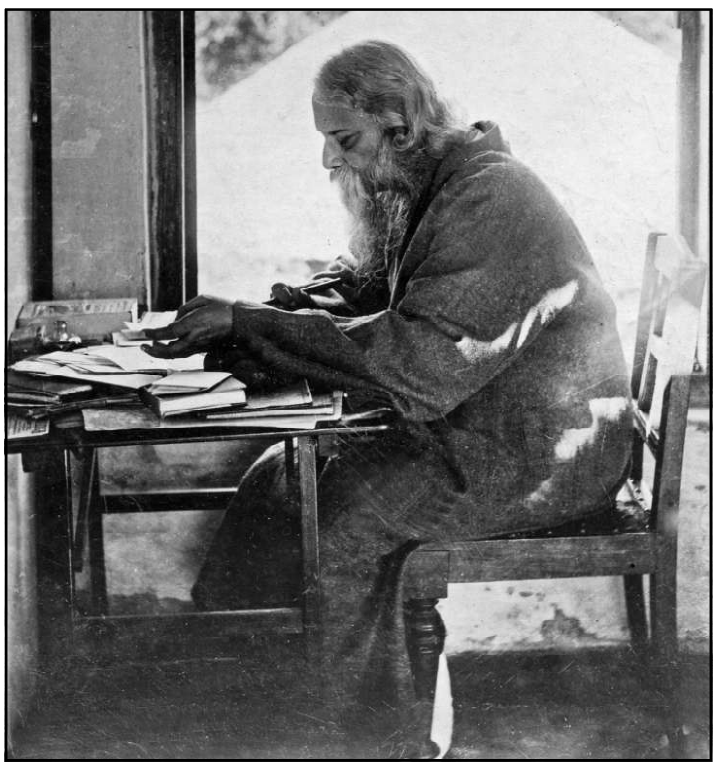

''ইংরেজিতে যাকে বলে এক্সপ্লইটেশন, অর্থাৎ শোষণনীতি, বর্তমান সভ্যতার নীতিই তাই।'' (র.র ১৩/৪২৯) এখনকার সমস্ত সভ্যতাই ধনের পরাশিত (parasite)। তাই শুধু ধনের অর্জন নয় ধনের পূজা প্রবল হয়ে উঠেছে। (র.র ১৩/৪২৯) যারা ধন অর্জন করেছে এবং যারা অর্জনের বাহন তাদের মধ্যে কোনোমতেই বিরোধ মিটছে না। (র.র ১৩/৪৩০) আজকের দিনের সাধনায় ধনীরা প্রধান নয়, নির্ধনেরাই প্রধান। আজ নির্ধনকেই বললাভ করে তার প্রতিকার করতে হবে। (র.র. ১৩/৪৩৩)

ধনবাদী আর্থব্যবস্থা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর কী বিরূপ প্রভাব ফেলে তা বাখ্যা করেও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : আমেরিকা যুক্তরাজ্য এই ডিমোক্রেসির বড়াই করে। ''কিন্তু যেখানে মূলধন ও মজুরির মধ্যে অত্যন্ত ভেদ আছে সেখানে ডিমোক্রেসি পদে পদে প্রতিহত হতে বাধ্য। ...টাকার জোড়ে সেখানে লোকমত তৈরি হয়, টাকার দৌরাত্ম্যে সেখানে ধনীর স্বার্থের সর্বপ্রকার প্রতিকূলতা দলিত হয়। একে জনসাধারণের স্বায়ত্তশাসন বলা চলে না।'' (র.র ১৩/৪২১) ধনবাদী বিকাশের একটি পর্যায়ে বাণিজ্য সম্প্রসারণের অনিবার্য তাগিদে ধনবাদ কীভাবে সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয় এবং বিশ্বকে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, একজন প্রকৃত সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে তিনি তা লক্ষ্য করেছেন। ভোজসভায় দেরিতে উপস্থিত হওয়া জার্মানির অন্যের পাত খেড়ে খাওয়ার রূপকল্পে দেরিতে সাম্রাজ্যবাদে উত্তীর্ণ জার্মানির আত্মবিস্তারের ক্ষুধাকেই চিহ্নিত করে তিনি বলেন, ''কিন্তু জর্মন পণ্ডিত যে তত্ত্ব আজ প্রচার করিতেছে এবং যে তত্ত্ব আজ মদের মতো জর্মনিকে অন্যায় যুদ্ধে মাতাল করিয়া তুলিল, সে তত্ত্বের উৎপত্তি তো জর্মন পণ্ডিতের মগজের মধ্যে নহে, বর্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের মধ্যে।''

১৯১৯ সালে শান্তিনিকেতনে তাঁর ৭ই পৌষের ভাষণে তিনি বলেন, ''ধনিকের স্বার্থজাল আজ সমস্ত জগতকে বেষ্টন করেছে। এই স্বার্থ যতই প্রবল হয়ে উঠচে এই স্বার্থের সংঘাতও ততই ভয়ংকর হয়েছে। ...বাঁধ ভাঙবেই; সে বাঁধ আরো বড়ো করে বাঁধতে গেলে আরো বড়ো রকমের প্রলয়ের মধ্যেই ভাঙবে।'' (মুখোপাধ্যায়, ৩/৩৭-৩৮)

১৯৩২-৩৩ সালে রচিত 'রথের রশি' নাটকে, যেখানে শূদ্ররা এসে রশিতে টান দিতেই অনড় মহাকালের রথ বিপুল বেগে চলতে শুরু করে, সেখানে কবি চরিত্রের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ নিজেই যেন বলে ওঠেন : 'যুগাবসানে লাগেই তো আগুন। যা ছাই হবার তা ছাই হয়, যা টিকে যায় তাই নিয়ে সৃষ্টি হয় নবযুগের।'

'লড়াইয়ের মূল' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, ''ইহার পর আর একটি লড়াই সামনে রহিল, সে বৈশ্যে শূদ্রে, মহাজনে মজুরে—কিছুদিন হইতে তার আয়োজন চলিতেছে। সেইটে চুকিলেই বর্তমান মনুর পালা শেষ হইয়া নূতন মন্বন্তর পড়িবে।'' (র.র. ১৩/২৩০)

১৯৩৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ইংলন্ডের Manchester Guardian পত্রিকায় প্রকাশিত এক পত্রে সাম্রাজ্যবাদকে ধিক্কার দেবার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর সমুচ্চ প্রত্যয় : ''The future lies in our learning to ally ourselves with those human forces in the world, wherever found, which are seeking to end altogether the exploitation of man by man, and of nation by nation.''

'পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে'—এই সুগভীর প্রত্যয় নিয়েই রবীন্দ্র-জীবনের অবসান ঘটে।


তথ্যসূত্র :

রবীন্দ্র রচনাবলী (পঃ বঃ সরকার), খণ্ড/পৃষ্ঠা।

রবীন্দ্রজীবনী : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

# স্বাধীনতা সংগ্রামী বিনয় চৌধুরী

**রীনা মিত্র**

''আমরা দেশের স্বাধীনতা চাই। ব্রিটিশ শাসকদের বিদেয় করে সমস্ত মানুষ যাতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমিক কৃষকরা গ্রামাঞ্চলের মানুষ কি কষ্টেই না দিনাতিপাত করছেন। এই অবস্থার অবসান করে সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়ার কাজে আমরা নিজেদের নিযুক্ত করতে চাই''—কথাগুলি বলেছিলেন সরোজ মুখোপাধ্যায়। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এই আমাদের প্রসঙ্গে বলেছিলেন—''তাঁদের নাম কমিউনিস্ট; দেশে দেশে এরা একই রকম চিন্তা করেন, কাজ করেন''। আমাদের দলে আমরা'র মধ্যে যাঁর নাম সর্বাগ্রে বলতে হয় তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র সর্বোচ্চ স্তরের নেতা, বামপন্থী আন্দোলনের প্রথম সারির নাম বিনয় চৌধুরী।

গায়ে মোটা কাপড়ের পাঞ্জাবি, পরিধানে মোটা কাপড়ের ধুতি। পায়ে মোজা আর পাম্প স্যু। ছ'ফুটের কাছাকাছি লম্বা। শিরদাঁড়া সোজা ব্যক্তিত্বপূর্ণ এই মানুষটিকে দেখলে অজান্তে সকলের মাথা নত হয়ে আসতো। মিতভাষী, অত্যন্ত বিনয়ী সে কারণই বোধহয় নাম তাঁর বিনয়। প্রকৃত নাম বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী। বিনয়ী মানুষটি কিন্তু অপ্রিয় সত্য কথা বলতেন।

১৯১১ সালের ১৪ জানুয়ারি বিনয় চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন মামার বাড়ি শুটরায়। তাঁর পৈত্রিক বাড়ি বর্ধমানের মন্তেশ্বর থানার সিহিগ্রামে। পিতা গিরীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও মাতা বিলাসিনী চৌধুরীর সন্তান বিনয় চৌধুরী বাবা, কাকা, জ্যাঠা, পিসি, ঠাকুরমার সঙ্গে যৌথ পরিবারে বড় হয়ে ওঠেন। সমাজে তাঁদের পরিবার কুলীন বলে পরিচিত ছিল। জমির আয়, চাকুরি ও আইনব্যবসা এই তিন ধরনের আয়ে তাঁদের পরিবারকে স্বচ্ছলই বলা হতো। মাত্র ১৩ বছর বয়সে তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। তাঁর জ্যাঠামশায় নরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর সঙ্গে কবি নজরুল ইসলামের শিক্ষক নিবারণ ঘটকের পরিচয় ছিল। তিনি কবির শিক্ষাগুরু ছাড়াও বিপ্লবীমন্ত্রের দীক্ষাগুরুও ছিলেন। নিবারণ ঘটকের মাসিমা দুকড়িবালা দেবী ১৯১৫ সালে মশার পিস্তল রাখার জন্য দু'বছর কারাবন্দী ছিলেন। চৌধুরী পরিবারের আত্মীয় পঞ্চানন চৌধুরী রাজনীতিতে যুক্ত থাকার জন্য ১৯১৫ সালে বিনা বিচারে আটক থাকেন। পরিবারের রাজনৈতিক প্রভাব বিনয় চৌধুরীর উপর পড়ে। ছোটবেলা থেকে তিনি বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন। তাঁর শৈশব কেটেছে যে গ্রামে সেই গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল খুবই মনোরম। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধুর সম্পর্কের জন্য গ্রাম তাঁর খুব ভালো লাগতো। তিনি পাঠশালার চাটাইতে বসে পড়াশোনা করতেন। সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ধারাপাত পড়েছেন। ঠাকুমার কাছে শুয়ে ঘুমানো তাঁর অভ্যাস ছিল। ঠাকুমা ভোরে উঠে কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম করতেন বলে তাঁরও ভোরে ওঠার অভ্যাস হয়ে যায়।

১৯০১-১৯১১ সাল অর্থাৎ বিনয় চৌধুরীর জন্মের আগের দশকে বাংলার ইতিহাসে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটে। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন তখন সর্বত্র মাথাচাড়া দিয়েছে। ১৯১১-তে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তর হয়। এই সময়টাতে হয় ক্ষুদিরামের ফাঁসি, প্রফুল্ল চাকীর আত্মহনন এবং মানিকতলা বোমা মামলা।

১৯১১ থেকে ১৯২০ সাল বাংলায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড কিশোর এবং তরুণদের বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন করে তোলে। ১৯২০ সালে বিনয় চৌধুরী বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলে ক্লাস সেভেনে ভর্তি হন। সেই সময় হয় তিলকের মৃত্যু। বর্ধমান শহরে শোকমিছিলে তিনি যোগ দেন। স্কুলে যাতায়াতের পথে বিনয় চৌধুরী হোটেল ও চায়ের দোকানে মহম্মদ আলি ও সৌকত আলির ছবি দেখতেন। খিলাফৎ আন্দোলনের কথা লোকমুখে শুনতেন। শুনতেন অসহযোগ আন্দোলনের কথা।

১৯২১-২২ সাল দেশের সব জায়গায় মিটিং মিছিল চলছে। বিনয় চৌধুরী অনুভব করছেন দেশকে স্বাধীন করার জন্য চারদিকে সবাই সরব। পাঠ্যপুস্তকে পড়ছেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ''স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়।'' ভিখারিদের মুখে শুনছেন ক্ষুদিরামের ফাঁসির গান 'একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি।' কিশোর বিনয়ের মনে এগুলো বিশেষভাবে রেখাপাত করে। এই বয়সে তিনি পড়ে ফেলেন ম্যাৎসিনী ও গ্যারিবল্ডির জীবনী। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েন। মুখে তাঁর নজরুলের কবিতা ''দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার—লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার।''

বিনয় চৌধুরী বর্ধমান শহরের মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক ও শ্রীরামপুর কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছিলেন। ১৯২৪ সালে বন্ধু সরোজ

মুখোপাধ্যায়ের সাথে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দলে তিনি যোগ দেন। এই বছরই বর্ধমানের টাউন হল মাঠে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জনসভায় দেশবন্ধুর বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা নিতে বদ্ধপরিকর হন। ১৯২৮ সালে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সশস্ত্র বিপ্লবী গোষ্ঠী যুগান্তর দলে যোগ দেন। এরপর অনুশীলন সমিতিতে নাম লিখিয়েছেন। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য তাঁকে জেল খাটতে হয়। তিনি লড়াই করেছেন কৃষক, শ্রমিক, মজুরদের জন্য। আন্দোলন করেছেন কৃষকের খাজনা বন্ধের জন্য। চটকলে শ্রমিকদের কাজের ব্যাপারে শ্রমিকদের সংগঠিত করেছেন। গ্রেপ্তার হয়েছেন। আলিপুর জেল ও দমদম জেলে থাকার সময় মার্কসবাদী দর্শন নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। জেল থেকেই বিনয়চৌধুরী বি.এ. পাশ করেছেন।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের কিংবদন্তী নেতৃত্ব ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও মুজফ্‌ফর আহমদের সংস্পর্শে এসে বিনয় চৌধুরীর জীবনের গতিপথে পালটে যায়। তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। বীরভূম ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৮ সালে তাঁকে কারাগারে আবদ্ধ করে।

বিনয় চৌধুরীর জীবনে স্মরণীয় ঘটনা হলো ১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিধানসভা নির্বাচনে তিনি বর্ধমানের মহারাজা উদয়চাঁদ মহতাবকে পরাজিত করেছিলেন। বলতে গেলে একজন মহারাজার বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হিসেবে তাঁর এই বিজয় বর্ধমানকে কমিউনিস্ট পার্টির লাল দুর্গ হিসেবে পরিচিতি দেয়। অবশ্য তখন কমিউনিস্ট পার্টি অবিভক্ত ছিল। পার্টির নেতাদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ হন্যে হয়ে ঘুরছিল। বিনয় চৌধুরীকেও পুলিশ খুঁজছিল। সেজন্য তিনি আত্মগোপন করেছিলেন। তবু তিনি ভোটে জিতেছিলেন।

১৯৬৫ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হলে বিনয় চৌধুরী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) দলে যোগ দেন। তারপর অবিভক্ত বর্ধমান জেলা থেকে বিধানসভা নির্বাচনে তিনি একাদিক্রমে জিতেছেন ও বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীসভায় মন্ত্রীপদে আসীন হয়েছেন। তিনি জ্যোতি বসুর মন্ত্রীসভায় উপমুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে ভূমি সংস্কার আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দেশের রাজনীতিতে তিনি স্বচ্ছ ও সৎ চরিত্রের একজন বামপন্থী নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) দলের বর্ধমান জেলার আর একটি উল্লেখযোগ্য নাম হরেকৃষ্ণ কোঙার। তিনি প্রথমে হাওড়া ও কলকাতায় শ্রমিকদের মধ্যে কাজ শুরু করেছিলেন। কিছুদিন পর বিনয় চৌধুরী তাঁকে বর্ধমান জেলায় নিয়ে আসেন ও হরেকৃষ্ণ কোঙার এখানে কৃষকদের মাঝে কাজ শুরু করেন।

১৯৭৭ সালের ২১ জুন জ্যোতি বসু শপথ নেন পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে। মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকে তিনি দেশ শাসনের দর্শন ব্যক্ত করে বলেন—''আমরা রাইটার্স বিল্ডিং থেকে ক্ষমতা প্রয়োগ করবো না, আমরা আমাদের কর্মসূচি রূপায়ণ করবো মাঠ আর কারখানা থেকে, জনগণের সহায়তা নিয়ে। কারণ এরাই আমাদের ক্ষমতার উৎস।''

১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম ত্রি-স্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অনেকেই বলেন, পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের ভিত্তি তৈরি হয়েছিল পঞ্চায়েতিরাজ ও ভূমিসংস্কারের সাফল্যের উপর। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বিনয় চৌধুরীর ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। অবশ্য তিনি পঞ্চায়েতিরাজের সফল রূপকার হিসেবে জ্যোতি বসুর নাম উল্লেখ করেছিলেন। এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে জ্যোতি বসু বলেছিলেন সফল পঞ্চায়েতিরাজের পিছনে গোটা বামফ্রন্টেরই অবদান রয়েছে। তবু যদি আলাদা করে কোনো ব্যক্তির নাম করতে হয় তাহলে বিনয় চৌধুরীর নামই করতে হবে।

প্রাক্‌স্বাধীনতা ও স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে কৃষক আন্দোলন সহ অন্যান্য আন্দোলনে বিনয় চৌধুরী অংশগ্রহণ করেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন। কৃষকের পাশে থাকা মানুষটি, খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের কাছের মানুষটি, পঞ্চায়েত ও ভূমিসংস্কার আন্দোলনের অগ্রপথিকটি এখনও মানুষের অন্তরে বেঁচে আছেন।

**তথ্যসূত্র** :

১) অতীতের কথা : কিছু অভিজ্ঞতা—বিনয় চৌধুরী

২) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা—সরোজ মুখোপাধ্যায়

## পূর্ব বর্ধমান জেলার বিধানসভা কেন্দ্রগুলির বিশদ নির্বাচনী ফলাফল

**২৫৯ খন্ডঘোষ (এস সি)**
টিএমসি : নবীন চন্দ্র বাগ : ১০২৮৭৬০
বিজেপি : বিজন মন্ডল : ৮২৭৪০
সিপিএম : অসীমা রায় : ২২৫৯০
* বিজয়ী নবীন চন্দ্র বাগ ২০১৩৬

**২৬০ বর্ধমান দক্ষিণ**
টিএমসি : খোকন দাস : ৯০১৬৬
বিজেপি : সন্দীপ নন্দী : ৮২৩২৮
সিপিএম : পৃথা তা : ২৩০৫৬
* বিজয়ী খোকন দাস ৭৮৩৮

**২৬১ রায়না (এস সি)**
টিএমসি : শম্পা ধাড়া : ১০৭৯১৮
বিজেপি : মানিক রায় : ৮৯৯৯৯
সিপিএম : বাসুদেব খাঁ : ২৫১৪১
* বিজয়ী শম্পা ধাড়া ১৭৯১৯

**২৬২ জামালপুর (এস সি)**
টিএমসি : অলোক কুমার মাঝি : ৯৬৪৬০
বিজেপি : বলরাম ব্যাপারী : ৭৮৬৯৩
সিপিএম : সমর হাজরা : ২৩১৮৪
* বিজয়ী অলোক কুমার মাঝি ১৭৭৬৭

**২৬৩ মন্তেশ্বর**
টিএমসি : সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী : ৮৪১৪৬
বিজেপি : সৈকত পাঁজা : ৫৩৫২৫
সিপিএম : অনুপম ঘোষ :
* বিজয়ী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী ৩০৬২১

**২৬৪ কালনা (এস সি)**
টিএমসি : দেবপ্রসাদ বাগ : ৯৫৭০৪
বিজেপি : বিশ্বজিৎ কুণ্ডু : ৮৮৩০৫
সিপিএম : নীরব খাঁ : ১৮৯০৫
* বিজয়ী দেবপ্রসাদ বাগ ৭৩৯৯

**২৬৫ মেমারী**
টিএমসি : মধুসূদন ভট্টাচার্য : ১০৩৭০৭
বিজেপি : ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য : ৮০৭০৩
সিপিএম : সনৎ ব্যানার্জী : ২৫২৭৬
* বিজয়ী মধুসূদন ভট্টাচার্য ২৩০০৪

**২৬৬ বর্ধমান উত্তর (এস সি)**
টিএমসি : নিশীথ কুমার মালিক : ১১১২১১
বিজেপি : রাধাকান্ত রায় : ৯৩৯৪৩
সিপিএম : চন্ডীচরণ লেট : ৩১০২৮
* বিজয়ী নিশীথ কুমার মালিক ১৭২৬৮

**২৬৭ ভাতাড়**
টিএমসি : মানগোবিন্দ অধিকারী : ১০৭২৯৪
বিজেপি : মহেন্দ্র কোঙার : ৭৫৯৫৭
সিপিএম : নজরুল হক : ১৯৪৭৮
* বিজয়ী মানগোবিন্দ অধিকারী ৩১৩৩৭

**২৬৮ পূর্বস্থলি দক্ষিণ**
টিএমসি : স্বপন দেবনাথ : ১০৫২০৯
বিজেপি : রাজীব ভৌমিক : ৮৭৯৪৬
কংগ্রেস : অভিজিৎ ভট্টাচার্য : ১৫০১৬
* বিজয়ী স্বপন দেবনাথ ১৭২৬৩

**২৬৯ পূর্বস্থলি উত্তর**
টিএমসি : তপন চট্টোপাধ্যায় : ৯১৭২৪
বিজেপি : গোবর্দ্ধন দাস : ৮৫২১৮
সিপিএম : প্রদীপ সাহা : ২৭৯৬০
* বিজয়ী তপন চট্টোপাধ্যায় ৬৫০৬

**২৭০ কাটোয়া**
টিএমসি : রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : ১০৬৯০৭
বিজেপি : শ্যামা মজুমদার : ৯৮২০১
কংগ্রেস : প্রবীর গাঙ্গুলী : ১২৮৮০
* বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৮৭০৬

**২৭১ কেতুগ্রাম**
টিএমসি : সেখ শাহনেওয়াজ : ৯৯০১৬
বিজেপি : মথুরা ঘোষ : ৮৬৪৭৮
সিপিএম : মীজানুল কবীর : ১৯৭৫৮
* বিজয়ী সেখ শাহনেওয়াজ ১২৫৩৮

**২৭২ মঙ্গলকোট**
টিএমসি : অপূর্ব চৌধুরী : ১০৬৮৫১
বিজেপি : রাণাপ্রতাপ গোস্বামী : ৮৪৭৯২
সিপিএম : শাজাহান চৌধুরী : ১৬৬৯৫
* বিজয়ী অপূর্ব চৌধুরী ২২০৫৯

**২৭৩ আউসগ্রাম (তপঃ)**
টিএমসি : অভেদানন্দ থান্দার : ৯৯৮৩৭
বিজেপি : কলিতা মাঝি : ৮৮২৬২
সিপিএম : চঞ্চল কুমার মাঝি : ২০৩০৯
* বিজয়ী অভেদানন্দ থান্দার ১১৫৭৫

**২৭৪ গলসি (তপঃ)**
টিএমসি : নেপাল ঘড়ুই : ১০৮৮৭৫
বিজেপি : বিকাশ বিশ্বাস : ৮৯৯০৭
ফরোয়ার্ড ব্লক : নন্দলাল পন্ডিত : ১৬৯২৯
* বিজয়ী নেপাল ঘড়ুই ১৮৯৬৮

# প্রতিবাদে অনন্য কবি শঙ্খ

**বিশ্বম্ভর মণ্ডল**

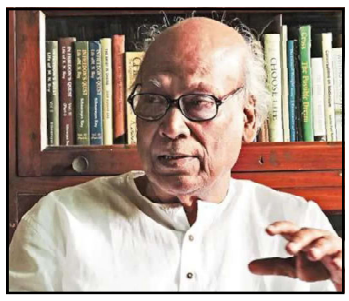

জীবদ্দশায় প্রতিভাবান মানুষেরা যত কাজ করতে পারেন সেই মাপকাঠিতে তিনি সাহিত্য জগতে প্রাবন্ধিক হিসাবে, কবি হিসাবে অপরিহার্য কালোত্তীর্ণ অবদান রেখে গেলেন এনিয়ে বিতর্ক নেই। তাঁর অজস্র কালজয়ী কবিতার থেকে মাত্র কয়েকটি কবিতার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করছি কিভাবে বারবার দেশের নানা সঙ্কটের মুহূর্তে তিনি প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছেন।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পরে একটা পিন পড়লে তার শব্দ পাওয়া যাবে এমন ভয়ংকর নিঃস্তব্ধতা ছিল সারা ভারতে। সেই সময়ে একজনকে কোনো আতঙ্কে আটকে রাখতে পারেনি ব্রিটিশ শাসক। তিনি কোনো রাজনৈতিক নেতা নন, তিনি রবীন্দ্রনাথ—একজন লেখক (লেখকদের অনেক রাজনৈতিক নেতৃত্ব মানুষ বলেই বিবেচনা করেন না আজকাল। আড়ালে ঠাট্টা-তামাশা করেন)। কিন্তু সব পরিবর্তনে শাসকের বিরোধী শিক্ষা জগতের মানুষদের উপরে, লেখকদের ওপরেও প্রবল অত্যাচার নেমে আসে—এটাই ইতিহাস বলে। তাই সব দেশে সব কালেই শুধু অ্যাকটিভিস্টরা সব পরিবর্তন আনতে পারেন না, পাশে লাগে ইন্টেলেকচুয়ালদের। এটা যাঁরা বোঝেন না, শুধু সংখ্যা বাড়ানোতে মন দেন, তাঁরা দুর্গ হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়তে দেখতে বাধ্য হন। কোনো কিছু অন্যায় হচ্ছে মনে করলে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পিছিয়ে যাননি কখনো শঙ্খ ঘোষ। এটাই তাঁর বিশিষ্টতা। এখানেও তিনি রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছেন বারবার। এগিয়ে এসেছেন তাঁর সৃজনী শক্তি নিয়ে। ছুঁড়ে দিয়েছেন শাসকের উদ্দেশে নির্মম ও বস্তুনিষ্ঠ শব্দমালা। সেই মালার এক একটি শব্দ বুদবুদ থেকে ঢেউয়ে পরিণত হয়েছে। সভ্যতা, গণতন্ত্র যখন আক্রান্ত হয়েছে তখন কোনো পুরস্কারের/পদের মোহে 'নিরপেক্ষ কবি' বর্মের আড়ালে নিজেকে রাখার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেননি।

এই পৃথিবীতে কেউ কেউ আসেন, কোথাও কোনো ছাপ না রেখেই চলে যান। কেউ কেউ আসেন নির্লজ্জের মত কারুর তোয়াক্কা না করে নিজের আখের গোছাতে অফুরন্ত খিদে নিয়ে। কেউ আসেন 'সাতে পাঁচে থাকি না' বলতে বলতে নিজেরটুকু ঠিকঠাক গুছিয়ে নিতে। কেউ কেউ আসেন উদাসীন মন নিয়ে। আর কেউ কেউ আসেন পথ চলার প্রতিটি বাঁকে কাজের ও অবসরের প্রতিটি মুহূর্ত দেশকে দিতে। এই শেষোক্ত ধরনের ছিলেন মানুষের কবি শঙ্খ ঘোষ। বিদায় নিলেন ২১ এপ্রিল (১৯৩২-২০২১)। যদিও ওনার বিদায় কখনোই বিদায় হয়ে উঠবে না, থেকে যাবেন অজস্র শব্দের মধ্যে পূর্ণ প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে।

শঙ্খ ঘোষ সমাজে অবদান রেখেছেন একেবারে নিজের ছন্দে, নিজস্ব প্রকরণে। কোন রাজনৈতিক শৃঙ্খলাতে নিজেকে আবদ্ধ না করেও, কোনো ভানে নিজেকে ব্যস্ত না রেখেও, এমনকি রাজরোষের সম্ভাবনা সত্ত্বেও রাজশক্তিকে তোয়াজের কোনো তোয়াক্কা না করেই এই অনন্যসাধারণ মানুষটি আমাদের লড়াই করতে পথ দেখিয়েছেন বারবার। কলমকে করে তুলেছেন তরবারি। লিখেছেন বাঁচা কাকে বলে—'বেঁচে থাকলেই বাঁচা সহজ, / মরলে মৃত্যু সুনির্ঘাত'। লড়তে লড়তে বাধা আসবেই—এটাই সব লড়াইয়ের ভবিতব্য। লড়তে লড়তে যাদের জন্যে লড়াই তাদের কারুর সাহায্য না পেলেও মন ভেঙ্গে যায় না কবির। তিনি সেই অবস্থাতেও চলার পথ নির্দেশ দেন, 'রাস্তা কেউ দেবে না, রাস্তা করে নিন / মশাই দেখছি ভীষণ শৌখিন'। লড়াইটা যে কোন ছেলেখেলা নয়, সেটাও মনে করিয়ে দিয়েছেন ''অনেকদিনের জমিয়ে তোলা ব্যধি আর সংকট মাত্র কয়েকদিনের জাদুস্পর্শে দূর হবার নয় । বহুদিন ধরে কাজ করে যাবার ধৈর্য চাই''। বর্তমান শাসকদেরকে নিয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ যে কত নিঁখুত তা ভুক্তভোগীরা নিশ্চয় মানবেন—''আমি তো আমার শপথ রেখেছি/অক্ষরে অক্ষরে/যারা প্রতিবাদী তাদের জীবন/দিয়েছি নরক করে। / দাপিয়ে বেড়াবে আমাদের দল/অন্যে কবে না কথা''।

তোষামোদে ব্যস্ত রাজকবি হতে চাননি তিনি। সেই অপরাধে নোংরা আক্রমণের শিকারও হতে হয়েছে বারবার। তাও থামানো যায়নি তাঁর কলম। রাজরোষকে নির্লিপ্ততায় উপেক্ষা করেছেন। তাঁর কবিতা কখনো শ্লোগানের পর্যায়ে নেমে আসেনি যেমন, তেমনি এতটা উচ্চমার্গের হয়ে ওঠেনি যে সাধারণের বোধগম্যতা হারিয়েছে। এখানেই তাঁর অনন্যতা।

লেখক—সহকারী অধ্যাপক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

# প্রান্তজন—আত্মজন (৫)

**রত্না রশীদ**

বিনয় জ্যেঠুর নাম কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে অমর হয়ে আছে, কিন্তু আমি—আমরা বর্ধমানের রেলকলোনির কাচ্চাবাচ্চারা, স্বচক্ষে দেখেছি রেলওয়ে মেনস্ ইউনিয়নের আন্দোলনে কিভাবে দিনের পর দিন তিনি নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন। বাড়ির মেয়েদেরও সাম্যবাদের ব্রতে দীক্ষিত করে গেছেন। তখন তো পার্টি ছিল দুটো (ভুল হতে পারে আমার স্মৃতিউদ্ধার), এক কংগ্রেস আর এক কম্যুনিস্ট। বিনয় জ্যেঠু ও আরো অন্যান্য নেতাদের প্রাণান্ত প্রচেষ্টায় লোকো কলোনীতে কংগ্রেসের নামগন্ধও উবে গেছিল। ভোটের সময় আমরা সবাই মিলে (মানে ছোট বড়োরা সবাই) মিছিল বের করতাম—

ভোট দেবেন কিসে?
কাস্তে ধানের শীষে।

পাড়ার সবাই মিলে একজোট হয়ে কাস্তে ধানের শীষে ভোট দিলেও কোনোবার জিততে পারতো না—জোড়াবদল টেক্কা মেরে বেরিয়ে যেতো। আমরা বুঝতে পারতাম না কীভাবে এটা হয়! মনমরা হয়ে ঝিমিয়ে থাকতো গোটা পাড়া। মায়েদের কষ্ট ছিল সবচেয়ে বেশি। তার ছাপ অবধারিতভাবে পড়তো হেঁসেলে। কতোদিন খেলে হয়, —না খেলেও চলে, এভাবে নেতিয়ে থাকতো পাড়া। এখনকার মানুষজন বুঝবে না কী যন্ত্রণা নিয়ে পার করতাম সেই হেরে যাবার কষ্ট। ভাগ্যিস তাঁরা আজকের এই দুর্দিনে চোখে দেখার জন্য পৃথিবীতে আর নেই!

পরাধীন দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় যোগদান করেছিলেন বিনয়জ্যেঠু। সেই সূত্রে তাঁর সহযোগী ছিলেন আমার নিজের জ্যেঠু সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। সদাজ্যেঠু ব্রিটিশ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে দ্বীপ চালান হয়ে আন্দামানে কারারুদ্ধ হন। আমি এবং আমরা সবাই দেখেছি তাঁর পিঠে গোটা পিঠ জুড়ে মোটা মোটা দাগড়া দাগড়া চামড়া গুটিয়ে যাওয়া লম্বা-লম্বা চাবুক মারার দাগ, সারা জীবনেও যা কখনো মিলিয়ে যায়নি। আমি আর আমার ভাইয়েরা জ্যেঠুর পিঠে পরম মমতায় হাত বুলোতাম আর সজল চোখে জিজ্ঞেস করতাম—খুব লাগে, না জ্যেঠু?

—এখন আর লাগে না, ঘা সব শুকিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে চামড়ায় টান লাগে, এই যা।

—তখন খুব লাগতো, তাই না!

—নারে। তখন পরাধীন দেশ-মায়ের জন্য বুকে এতো যন্ত্রণা ছিল, ও লালমুখো সাহেবদের চাবুক আমার কী করবে! আর আমি একা নাকি! আমি তো এখনো বেঁচে আছি, কতো কতো দেশপ্রেমিকের যন্ত্রণাবিদ্ধ লাশ ওরা ভারত সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছে। আমার এই চাবুক খাওয়া শরীরের যন্ত্রণা তার কাছে তুচ্ছ, মন-আত্মা পুড়ে যেতো অপমান, লজ্জা, রাগে, অপারগতায়। শরীরের ব্যথা কিচ্ছু না।

আমাদের এই কথালাপের ভার কিছুটা লাঘব করতে বাপি এসে সহাস্য ফুট কাটতো, ...''আহ্! কী বিপ্লবী আমার সদাদা। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায়। নিজের আত্মরক্ষা জানে না, দেশ উদ্ধার করবে!''

—কী করবো বল্! তোর মতো তো ছদ্মবেশে পুলিশের চোখে ধুলো দিতে পারিনি।

—ভাগ্যিস পারেনি। তাই আজ তুমি রেকর্ডেড স্বাধীনতা সংগ্রামী। যারা ধরা না পড়ে পুলিশকে নাস্তানাবুদ করেছে, তারা আজ কিছুনা—কিচ্ছুটি না।

—কিছু হবার দরকারটাই কি! দেশের জন্যে যা করার করেছি, তার আবার উল্লেখ অনুল্লেখের কী?

—অনেক কিছু। তারা নিজের সংসার পরিবার তুচ্ছ করে দিয়ে সংগ্রামে বেরিয়ে পড়েছিল। নিদারুণ দারিদ্র্যে আছে সেই পরিবারগুলো নিয়মিত আয়ের কেউ ছিল না বলে। স্বাধীন দেশ তাঁদের জন্য কিচ্ছুটি করলো না।

—কি বলছিস রে! আমরা সংগ্রাম করেছিলাম স্বাধীন দেশে সুযোগ-সুবিধা পাবো বলে! এতো কলঙ্ক। দেশমাকে ভালবেসেছিলাম নিঃস্বার্থে, কিছু পাবো বলে নয়। এই যে আমাকে তাম্রপত্র, পেনশন দিতে চাইলো—নিয়েছি আমি? কেন নেবো? দেশপ্রেমের পুরস্কার! ছিঃ! তাতে আমার পরিবার খেতে পেলো না-পেলো আমার বয়ে গেল। কেউ কানাখোঁড়া নয়, সুস্থ-সবল। খুঁটে খেতে পারলে খাবে, নইলে উপোষ দেবে। ওদের তো কাউকে পরাধীন দেশে ব্রিটিশের চাবুক খেতে হবে না।

আমার বাপি, সদাজ্যেঠু কেউ আর এই পৃথিবীতে নেই। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। নইলে এই বলে সান্ত্বনা পেতাম, ঈশ্বর তোমাদের তুলে নিয়ে মঙ্গল করেছে। এই হাঙরের গ্রাসে তলিয়ে যাওয়া ছন্নছাড়া সর্বঅর্থে কোরাপ্টেড ভারতবর্ষকে তোমাদের দেখতে হলো না। তোমরা মুক্ত আত্মা, পুণ্যপ্রাণ।

(চলবে)

## সাপ ধরে বিপাকে বাগান মালিক

**নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৬ মে :** এক বাগান মালিক একটি বিষধর সাপ ধরে চরম বিপাকে পড়েছেন। বনদপ্তরকে খবর দিয়েও তাদের দেখা পায়নি। আবার সাপটি যে জঙ্গলে ছেড়ে দেবেন তাতেও প্রতিবেশীদের বাধা। ফলে ওই বাগান মালিককে এখন সাপ পাহারা দিতে হচ্ছে। ঘটনাটি পূর্বস্থলী থানার বৈদিক পাড়ায় ঘটেছে। এদিন এই গ্রামের বাগান মালিক বিকাশ রায় বাগানে কাজ করার সময় বিষধর সাপটিকে দেখতে পান। সাপটি না মেরে তাকে ধরে একটি জারে বন্দী করে বনদপ্তরকে খবর দেন। বনদপ্তর থেকে জানানো হয় এখন লকডাউন চলছে ওখানে যাওয়া যাবে না।

## দুধ নেওয়া বন্ধ : কর্মীদের রোজগার বন্ধের মুখে

**নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৭ মে :** করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার জেরে বিনা নোটিশে ভেটেরিনারী সার্ভিস প্রোভাইডারদের কাছ থেকে দুধ নেওয়া বন্ধ করে দিল একটি বেসরকারি দুগ্ধ প্রস্তুতকারক সংস্থা। ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের জৌগ্রাম এলাকার। এরপরই এদিন সকাল থেকে জৌগ্রামের গোপালপুর-এর কাছে ওই সংস্থার সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে দেড় শতাধিক ভি.এস.পি কর্মী। তাদের অভিযোগ যখন অন্যান্য বেসরকারি দুগ্ধ প্রস্তুতকারক সংস্থা দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে ব্যস্ত তখন (রেডকাউ) এই সংস্থার এহেন সিদ্ধান্তে হতাশ ভি.এস.পি কর্মীরা। কর্তৃপক্ষের আশ্বাস, ভি.এস.পি কর্মীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হবে। তবে এখনই দুধ নেওয়া বন্ধ করা হচ্ছে না।

## প্রাক্তন শাখা সম্পাদক নিখিল সাঁই প্রয়াত

**নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ৫ মে :** গলসী-২ এরিয়া কমিটির উড়া শাখার ভুঁড়ি গ্রামের প্রাক্তন শাখা সম্পাদক নিখিল সাঁই (৫৪) করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। যুব সংগঠনের কাজের মাধ্যমে তিনি পার্টিতে আসেন। ১৯৯৭ সালে পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা ছাড়াও তিনি বুথ এজেন্ট ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে বামপন্থী আন্দোলনের বড় ক্ষতি হল। তাঁর স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা বর্তমান।

## নতুন চিঠি শারদ সংখ্যা-২০২১

**'নতুন চিঠি'-র শারদ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এবারে লেখা ই-মেল-এ পাঠাতে হবে। লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, ২০২১। মৌলিক লেখা দিয়ে পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে। কঠিন সময়ে শারদীয় প্রকাশ একটা চ্যালেঞ্জ। পত্রিকার কলেবর ছোট রাখতে একপ্রকার বাধ্য হচ্ছে নতুন চিঠি। তাই গল্প, প্রবন্ধ, বিশ্লেষণাত্মক লেখার আয়তন যতটা সম্ভব ছোট রাখার বিনীত আবেদন থাকছে। লেখা পাঠানোর Mail Id : sharadiyanc@gmail.com**

## গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া রয়েছে, অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

*-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি*


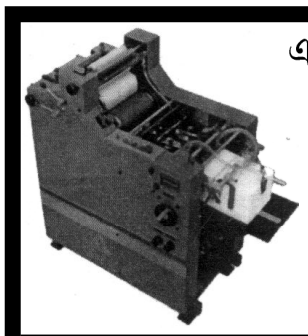

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

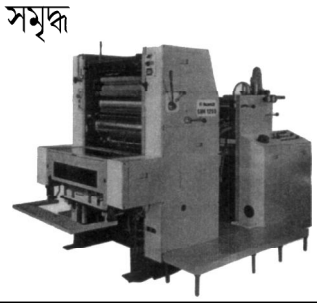

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক


সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা